দৈনিক বাংলা

তারিখ 09 NOV 1992
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ১

উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় খুবই ফলপ্রসূ অবদান রাখবে বলে আশা করা যায়। জনগণের মানসিক, বৈষয়িক ও নৈতিক উন্নতি এবং জাতীয় অর্থনীতির বাঞ্ছিত বিকাশের জন্য শিক্ষা কেবল অপরিহার্যই নয়, একান্ত জরুরিও। দেশ ও দেশবাসীর কল্যাণের জন্য একদিকে যেমন সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিপ্লব দরকার, অন্যদিকে তেমনি আবশ্যক শিক্ষিত জনশক্তিও। সামাজিক বিপ্লবের সাফল্য বিপ্লবের অনুকূল ক্ষেত্র, জনগণের মানসিক প্রস্তুতি এবং দায়িত্বসচেতন কর্মীর উপরই নির্ভরশীল। প্রয়োজনোপযোগী ও যুগোপযোগী শিক্ষাই বিপ্লবের ক্ষেত্র প্রস্তুত করে, জনসাধারণকে রূপান্তরিত করে উৎপাদনশীল জনশক্তিতে। শিক্ষাই মানুষকে দেয় পরিচ্ছন্ন দৃষ্টিভঙ্গি ও প্রগতিশীল চিন্তা-ভাবনা। দুর্ভাগ্যের ব্যাপার, ঐতিহাসিক কারণে এবং সম্পদ ও সুযোগ-সুবিধার সীমাবদ্ধতার দরুন আমাদের দেশে শিক্ষিতের হার কম ; মাত্র পঁচিশ শতাংশের মত। শুধু নাম সই করতে পারেন এমন লোকদের বাদ দিলে সত্যিকার শিক্ষিতের হার আরও অনেক কমে যাবে। অবস্থাটি জাতীয় উন্নতির অনুকূল নয়। এই দুঃখজনক পরিস্থিতি পরিবর্তন করতে হলে শিক্ষার দ্রুত প্রসার অত্যাবশ্যক। কিন্তু স্কুল-কলেজের অভাব, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকের স্বল্পতা এবং জনসাধারণের দারিদ্র্য শিক্ষা প্রসারের পথে একটি বড় বাধা হয়ে আছে। বহু শিশু বইপত্র ও অন্যান্য শিক্ষা উপকরণ কেনা এবং ছাত্রবেতন দেয়ার অক্ষমতার দরুন স্কুলে ভর্তি হতে পারে না। যারা ভর্তি হয়, তাদেরও একটি বড় অংশ মাঝপথে ঝরে পড়ে। স্কুলে যাওয়ার কথা ভুলে রুজি-রোজগারে আত্মনিয়োগ করতে বাধ্য হয় অনেকেই।

বর্তমান সরকার শিক্ষা প্রসারে বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছেন। বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তন করা হয়েছে। অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত মেয়েদের বিনা বেতনে পড়ার সুবিধা সম্প্রসারিত করা হয়েছে। দেশের প্রাথমিক স্কুলে ভর্তি হওয়া ছাত্ররা যাতে মাঝপথে লেখাপড়া ছেড়ে না দেয়, যাতে তারা নিয়মিত পড়াশোনা চালিয়ে যায়, তার জন্য সারথী প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে ৬৪টি জেলায়। এ ছাড়া মেয়েদের অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত বিনাবেতনে শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করায় জাতি ব্যাপকভাবে লাভবান হবে। যে পরিবারে মাতা শিক্ষিত, সে পরিবারের সকল সন্তান শিক্ষিত। এদিক থেকে মেয়েদের বিনাবেতনে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষা দানের সিদ্ধান্ত শিক্ষাক্ষেত্রে নতুন যুগের সূচনা করতে পারে।

চলতি বছরের বাজেটে শিক্ষাখাতের ব্যয় বরাদ্দ সবচেয়ে বেশী। শিক্ষা প্রসার প্রচেষ্টায় সরকারের আরেকটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়। এই বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের জন্য জাতীয় সংসদে একটি আইন পাস হয়েছে। গত সাতই নবেম্বর উদ্বোধন হয়েছে এই বিশ্ববিদ্যালয় কর্মসূচী। প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া উদ্বোধনী ভাষণে বলেছেন, উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় জনগণকে উন্নয়ন ও উৎপাদনমুখী শিক্ষা দেবে। নারী শিক্ষার বিশেষ গুরুত্বসহ উচ্চতর শিক্ষারও ব্যবস্থা থাকবে এখানে। শ্রমিক শ্রেণী ও অনুন্নত লোকদের শিক্ষাদানে বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হবে। আমাদের দেশে কোন ধরনের শিক্ষা বেশী প্রয়োজন এবং কাদের জন্য শিক্ষাদানের বিশেষ ব্যবস্থা করা দরকার একথাটি সুস্পষ্ট ও সুতীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছে প্রধানমন্ত্রীর এই কথাগুলিতে। আজ আমাদের শিক্ষা হতে হবে মূলত উন্নয়ন ও উৎপাদনমুখী। নারীসমাজ এবং গরিব ও অবনত জনগণের জন্য থাকতে হবে শিক্ষালাভের বিশেষ ব্যবস্থা। প্রধানত রেডিও-টেলিভিশনের মাধ্যমে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাদান কর্মসূচী চলবে বলে সমগ্র দেশেরই উপরোক্ত জনগোষ্ঠী শিক্ষার, এমন কি উচ্চতর শিক্ষালাভেরও সুযোগ পাবেন। আমাদের আশা—উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় আমাদের দেশের শিক্ষাক্ষেত্রে বিপ্লব সূচনা করবে। তবে সবই নির্ভর করবে শিক্ষা কর্মসূচীর প্রকৃতি ও মান এবং শিক্ষকদের দক্ষতা ও নিষ্ঠার উপর। দেশের বাস্তব অবস্থা ও প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখে শিক্ষা কর্মসূচী প্রণয়ন করা হবে বলে আমরা বিশ্বাস রাখছি।

শিক্ষা প্রসারে ও শিক্ষাঙ্গনে শিক্ষার পরবেশ ফিরিয়ে আনার বর্তমান সরকারের আন্তরিক প্রয়াস সত্ত্বেও ক্যাম্পাসে বিরাজিত পরিস্থিতি সুখকর নয়। স্কুল থেকে ইউনিভার্সিটি পর্যন্ত বহু প্রতিষ্ঠানে নানা রকম গোলযোগ লেগেই আছে। এসব গোলযোগের অবসান না ঘটলে, সন্ত্রাস বন্ধ না হলে স্বাভাবিক অধ্যয়ন-অধ্যাপনা কোন রকমেই সম্ভব নয়। শিক্ষাঙ্গনে শিক্ষার অনুকূল পরিবেশ পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য ছাত্র-শিক্ষক, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ, রাজনৈতিক সংগঠন, ছাত্র সংগঠন, সরকার ও জনসাধারণ সবাইকে সম্মিলিত প্রচেষ্টা চালাতে হবে।

আমাদের দেশে শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে বাস্তব ব্যবস্থা হিসাবে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় কর্মসূচীকে আমরা স্বাগত জানাই। এর সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করি।